যুগান্তর

তারিখ ... 16 NOV 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... 2 ...

সৃজনশীল শিক্ষা পদ্ধতি

এস এম সাইদুর রহমান

শিক্ষা ছাড়া কোনো জাতির উন্নতি সম্ভব নয়। এজন্য প্রয়োজন মানসম্মত ও আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক যুগোপযোগী শিক্ষা পদ্ধতি। এ লক্ষ্যে এরই মধ্যে বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি চালু হয়েছে। এ পদ্ধতি শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলেই আমার ধারণা। এ পদ্ধতি সম্পর্কে বর্তমানে শিক্ষাসংশ্লিষ্ট সবাই কমবেশি অবগত। গতানুগতিক পরীক্ষা পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা সীমিত প্রশ্ন মুখস্থ করত। ফলে পাঠ্যবইয়ের বিরাট অংশ তাদের জ্ঞানের বাইরেই থেকে যেত। কিন্তু সৃজনশীল পদ্ধতিতে গোটা পাঠ্যবইয়ের সবখান থেকে প্রশ্ন করার নিয়ম রয়েছে। এ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর জ্ঞানের পরিধি আরও বৃদ্ধি পায়। বিশ্বের যে কোনো দেশের শিক্ষার্থীদের যথার্থ জ্ঞানলাভ করানোর প্রত্যাশায় সৃজনশীল পদ্ধতির প্রচলন হয়। মূল কথা হল, এ পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীর পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিন্যস্ত মৌলিক উদ্দীপকের সাহায্যে জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতা যাচাই করা হয়। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হল, কয়েকটি পাবলিক পরীক্ষার প্রশ্ন হুবহু গাইডবই থেকে করা হয়েছে বলে গণমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। একদিকে প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা, অন্যদিকে গাইডবই থেকে প্রশ্নের প্রচলন হওয়ায় শিক্ষাব্যবস্থা চরম হুমকির মুখে পড়েছে।

উল্লেখ্য, ঢাকা বোর্ডের পরীক্ষায় গাইড বইয়ের নমুনা প্রশ্ন পুরোপুরি মিলে যাওয়ার অভিযোগও বিভিন্ন সময়ে পাওয়া গেছে। এক অর্থে বিষয়টি প্রশ্নপত্র ফাঁস থেকেও গুরুতর। প্রশ্ন ফাঁস কারা করছে, সেটি ধরা সম্ভব না হতে পারে। কিন্তু শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কারা কারা গাইডবই থেকে প্রশ্ন তুলে দিচ্ছে, সেটি বের করা সম্ভব। শিক্ষকরা যাতে সৃজনশীল পদ্ধতির প্রশ্ন নিজে প্রণয়ন করতে পারেন, তার জন্য এরই মধ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও করেছে। আবার শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে প্রজ্ঞাপন জারি করে বলা হয়েছে, বাজার অথবা গাইড থেকে নমুনা প্রশ্ন নিয়ে পাবলিক কিংবা স্কুলের অভ্যন্তরীণ পরীক্ষার প্রশ্ন করা যাবে না। কিন্তু এ প্রজ্ঞাপন যে মানা হচ্ছে না, তার দৃষ্টান্ত পাবলিক পরীক্ষাগুলো। দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় সৃজনশীল পদ্ধতি চালু হলে বাজারে প্রচলিত গাইডবইগুলো আর লাগবে না— এমনটি বলা হলেও গাইড থেকে হুবহু প্রশ্নপত্র প্রণয়ন আমাদের, সবাইকেই ভাবিয়ে তুলেছে। ভাবিয়ে তুলেছে পাঠ্যবইয়ের চেয়ে গাইডবইয়ের গুরুত্বকে। পাঠ্যবইয়ের চেয়ে গাইডবইয়ের অগ্রগামিতাকে। এ ধরনের ঘটনা গাইড ও কোচিংয়ের দিকে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বৃদ্ধি করবে। এক প্রকার অসাধু ব্যক্তি নিষিদ্ধ গাইডবই মুদ্রণ, বিক্রি, বিপণন ইত্যাদির মাধ্যমে জাতির মেধা ও মনন ধ্বংসে নেমেছে। বর্তমানে আমাদের প্রাথমিক থেকে উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত শিক্ষাব্যবস্থা গাইডনির্ভর হয়ে পড়ায় আমরা শংকিত বোধ করছি। সময় থাকতেই এ ব্যাপারে আমাদের সচেতন হওয়া উচিত।

সদস্য, ঈশ্বরদী শিল্প ও বণিক সমিতি